দামুড়হুদার কাঁঠালতলায় দোকানের টিন কেটে চুরি

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঁঠালতলা নামকস্থানে ভাংড়ির দোকানের টিন কেটে বিভিন্ন মালামাল চুরির ঘটনা ঘটেছে। এই চুরির ঘটনায় বাজারের দোকান মালিকদের মধ্যে চাপা আতংক বিরাজ করছে। চুরির ঘটনায় দোকানের মালিক হাসান বাদি হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে কে বা কাহারা এ চুরির ঘটনা ঘটেছে।

জানাযায়, দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগী গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে হাসান আলি দীর্ঘ ৪ বছর যাবৎ কাঁঠালতলা মসজিদের পাশ্বে ভাংড়ির ব্যবসা করে আসছে। ঈদুল ফিতরের জন্য দুদিন দোকান বন্ধ থাকার সুযোগে শনিবার দিবাগত রাতে কে বা কাহারা দোকান ঘরের পিছনের টিন কেটে তামা, লোহা, কাসা, সিলভার, এ্যালমোনিয়াম, মাথার চুল ও নগদ টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। চোরের দল চুরি করা মালামাল দোকানের অদূরে একটি বাগানে সেট করে। এমন আলামত পাওয়া যায় বাগানে। হাসান আলির ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করেন। এই চুরির ঘটনায় কাঁঠালতলা দোকানের মালিকদের মধ্যে চাপা আতংক বিরাজ করছেন।

দোকানের মালিক হাসান আলি বলেন, আমি দীর্ঘ ৪ বছর যাবৎ ব্যবসা করে আসছি এমন ঘটনা এতদিন ঘটেনি। এই বাজারে সব থেকে বেশি টাকা দিই নাইটগার্ডের। তারপরও এমন ঘটনা ঘটলো। গতরাতে আমার দোকান কেটে দামি সব জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে। এতে আমার প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার এস আই ইউসুফ বলেন,এই চুরির ঘটনায় একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে ৮১ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক কারবারিকে গ্রেফতার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মোটরসাইকেল এর ট্যাংকের ভিতরে করে ৮১ বোতল ফেনসিডিল পাচারের সময় শাহীন (৪৭) নামের এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার বিকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জিয়াউর রহমান।

পুলিশ জানায়, হরিণাকুণ্ডু থানা পুলিশের একটি টিম গতকাল সোমবার দুপুরের দিকে উপজেলার নাওমারার মাঠ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করছিলো। সেসসময় একটি মোটরসাইকেল আরোহীকে থামতে বললে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সন্দেহবসত পুলিশ তাকে আটক করে তল্লাশিকালে মোটরসাইকেলের তেলের ট্যাংকের ভিতরে অভিনব কায়দায় রাখা ফেনসিডিল দেখতে পায়। পরে ওই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত মাদক কারবারি মানিকগঞ্জ জেলার বাসিন্দা।

হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জিয়াউর রহমান বলেন, আমরা একের পর এক মাদক কারবারিকে মাদকসহ গ্রেফতার করেই যাচ্ছি। হরিণাকুণ্ডু থানায় মাদক নির্মূলে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান। আসামীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার তাকে কোর্ট হাজতে প্রেরণ করা হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে ৩০ বছরের সামজিক বিরোধ নিষ্পত্তি করলেন ওসি

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)’র উদ্যোগে দীর্ঘদিনের সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। দীর্ঘ

৩০ থেকে ৩৫ বছর ধরে চলে আসছিলো এ সামাজিক বিরোধ ও আধিপত্তের দ্বন্দ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার ফলসী ইউনিয়নের কুলবাড়িয়া গ্রামে বর্তমান চেয়ারম্যান অ্যাড. বজলুর রহমান ও সাবেক চেয়ারম্যান ফজলুর রহমানের সমর্থকদের মধ্যে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে বিরোধ চলে আসছিলো। যার জের ধরে পায়ই এলাকায় দুই গ্রুপের সমর্থকদের মধ্যে হামলা ও মামলার ঘটনা ঘটে আসছে।

এক পক্ষ অপর পক্ষের উপরে বিভিন্ন সময়ে হামলা ও মামলার ঘটনায় এলাকায় প্রায়ই উত্তেজনা বিরাজ করতো। বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়ভাবে দুই পক্ষের সাথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সভা সমাবেশ করে মানুষকে একে-অপরের উপর আক্রমনাত্মক মনোভাবকে বর্জন করে মিলে মিশে বসবাস করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে আসছিল। তারই ফলস্বরূপ আজ সোমবার (৮ এপ্রিল) সকালে হরিণাকুণ্ডু থানায় উভয় পক্ষকে ডেকে তাদের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি করেণ হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি জিয়াউর রহমান।

এসময় ফলসী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. বজলুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান ফজলুর রহমানসহ উভয় পক্ষের নেতৃত্ব পর্যায়ের আনুমানিক ২৫-৩০ জন উপস্থিত ছিলেন। এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে উভয় পক্ষের ২০ জন ওসির সাথে লিখিত সম্মতিজ্ঞাপন করেন। এঘটনায় স্থানীয়রা ওসির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ায় ওসিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সাবেক চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান বলেন, আনুমানিক ৩০ বছর ধরে কুলবাড়িয়া গ্রামে চলে আসা সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তি করে এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে ওসির ভুমিকা প্রশংসনীয়। আমরা আমাদের দেওয়া কথা রাখবো, সেইসাথে সামাজিক বিরোধ নিরশনে আমি এবং আমার সমর্থকেরা সর্বদা সচেষ্ট থাকবো।

এঘটনায় বর্তমান চেয়ারম্যান অ্যাড. বজলুর রহমান বলেন প্রথমত দীর্ঘদিনে দিনে বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহন করায় ওসি সাহেবকে ধন্যবাদ জানায় বাকিটা আমাদের কর্মী সহনশীলতার উপর নির্ভর করবে, আশাকরি এই মিমাংসা দীর্ঘমেয়াদী হবে। সমাজে সবাই ভালো থাকতে চায় তবে আধিপত্ত নিয়ে সমস্যা তৈরী হয়।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো.জিয়াউর রহমান বলেন, আমি এই থানায় যোগদানের পর থেকেই দেখছি কুলবাড়িয়া গ্রামে বর্তমান

চেয়ারম্যান ও সাবেক চেয়ারম্যানের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তি করতে কয়েকদফা আমি সেখানে শান্তি সমাবেশ করেছি। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি। অবশেষে দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে এলাকার শান্তি ফিরিয়ে আনতে তাদের মধ্যে চলমান বিরোধ নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হয়েছি।‘শুধু সামাজিক বিরোধ নয়, যে কোনো বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আমার সচেষ্ট রয়েছি। সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাদের সেবা দিতে চাই।’ তিনি আরও বলেন ‘এ দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি ফিরে আসুক সর্বদা সেই কামনা করি। বাংলাদেশ পুলিশ সর্বদা শান্তি রক্ষায় কাজ করে যায়।

গাংনীতে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার, স্বামী ও শশুর পুলিশ হেফাজতে

মেহেরপুরের গাংনীতে টুম্পা খাতুন(১৮) নামের এক নববধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এঘটনায় ওই গৃহবধূর পিতার আবেদনের প্রেক্ষিতে স্বামী সাঈদ হোসেন (২৩) ও শশুর মিঠু হোসেনকে (৪৮) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

রবিবার (৭ এপ্রিল) সকাল ৯ টার দিকে ওই গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেওয়া হয়েছে।

শনিবার (৭ এপ্রিল) দিবাগত মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার ঢেপা স্কুলপাড়া এলাকায়। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, প্রায় ছয় মাস পূর্বে গাংনী উপজেলার ঢেপা গ্রামের সাঈদ হোসেনের সাথে মেহেরপুর সদর উপজেলার দফরপুর গ্রামের পিন্টুর মেয়ে টুম্পা খাতুনের বিয়ে হয়। সাঈদ পেশায় রাজমিস্ত্রী। বিয়ের পর তারা দুজনেই সংসার করে আসছিলেন।

সাঈদ হোসেনের খালা পারভীনা খাতুন বলেন, তারা স্বামী স্ত্রীর

মধ্যে ভালো সম্পর্ক ছিলো। গতকাল ঈদের বাজার করেছে। সারাদিন রোজা পালনের পর সন্ধ্যায় পিকনিক করেছে। আর মধ্যরাতে শুনছি গলাই দঁড়ি দিয়েছে। ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কি ছিলো আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।

ওসি মো: তাজুল ইসলাম জানান, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত হবে। এছাড়া গৃহবধূর স্বামী ও শশুরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর জানা যাবে এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা।

মায়ের হাসি ক্লিনিক ম্যানেজার স্বাধীনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় জামিন পেয়েছেন সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু, তার ছেলে মুত্তাকি বিল্লাহ শাফিনসহ ৬ জন।

পলাতক থাকায় সাবেক মেয়রের ক্লিনিকের ম্যানেজার সাইফুল বাহার স্বাধিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।মামলার বাকি আসামীরা হলেন- প্রকৌশলী তোহিদুল ইসলাম লিওন, সৌমিক ব্রো, শামিম হাসান সোহাগ ও মেহেরাব হোসেন অপি।

গতকাল বৃহস্পতিবার খুলনা বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক কনিকা বিশ্বাস এ আদেশ আদেনর। এর আগে ২৯ আগষ্ট একই আদালতে মামলা দায়ের করেন সাংবাদিক মাহবুব চান্দু। মামলাটি আদালত আমলে নিয়ে কুষ্টিয়া পিবিআইকে তদেন্তর নির্দেশ দেন। পিবিআই তদন্ত শেষে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে পিবিআই মামলার অন্যতম আসামি মুত্তাকি বিল্লাহ শাফিনকে বাদ দিয়ে প্রতিবেদন জমা দিলেও আদালত মামলার গুরত্ক বিবেচনায় ৭ আসামিকে অন্তর্ভুক্ত করে সমন জারি করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ৭ আসামির

মধ্যে ৬ জন হাজির হয়ে জামিন আবদেন করলে আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করেন। বাকি একজন পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। এবং আগামী ১৯ মে মামলার চার্জ গঠনের দিন ধার্য করেন আদালত।

মামলায় বাদীপক্ষে খুলনা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক কে এম ইকবাল হোসেন ও সদস্য মিঠু চন্দ্র বসাক এবং আসামীদের পক্ষে আব্দুন নুর তুষার আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে গতবছরের ১ আগস্ট মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট তরিকুল ইসলামের আদালতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা করেন সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু। ঐদিনই কুষ্টিয়া পিবিআই কে তদন্ত দেয় আদালত। মামলার ১৫দিন পর জুডিশিয়াল কোর্ট থেকে বাদীর আইনজীবীকে বলা হয় মামলাটি এখানে নেয়া ঠিক হয়নি। মামলাটি খুলনা সাইবার ট্রাইব্যালে করার পরামর্শ দেন। একইসাথে মামলাটি নথিজাত করা হলো মর্মে আদেশ দেন মেহেরপুর জুডিশিয়াল আদালত। পরবর্তীতে ২৯ আগস্ট ২০২৩ খুলনা সাইবার ট্রাইব্যালে পূনরায় মামলাটি করেন সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু। খুলনার মামলার এজাহারেও মেহেরপুরের মামলার কথা উল্লেখ করা আছে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, বাদি মাহাবুব চান্দু ২০ বছর যাবৎ সাংবাদিক পেশায় নিযুক্ত। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক ও স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, প্রতিদিনের সংবাদসহ বিভিন্ন গনমাধ্যমে সুনামের সাথে মেহেরপুরে সাংবাদিকতা করেছেন।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তার বেশ সুনাম আছে। তার প্রকাশিত সংবাদেও মধ্যে অনেকগুলো সংবাদ আদালত আমলে নিয়ে স্বপ্রণোদিত মামলা করেছেন এবং ভুক্তভোগীরা সুফল পেয়েছেন। বাদী মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানী কাজে গত ২৪ জুলাই সকাল ১১টা ৫৩ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ১৬ পর্যন্ত মেহেরপুর সরকারী মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসে অনুসন্ধান মুলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

আসামী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর মেয়ে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এর চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত থাকাতে তিনি খবরটা জেনে ক্ষিপ্ত হন। তারপর মায়ের হাসি ক্লিনিকের মালিক হিসেবে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদককে আনুমানিক ২টা ২৫ মিনিটের দিকে মোবাইলে হুমকি

দিয়ে বলেন তোমরা কি বারেখা হয়েছো, তোমাদের দাঁত ভেঙ্গে দিব, ৫০টা চাঁদাবাজির মামলা দিব বলে হুমকি দিয়ে ফোন কেটে দেন। এ বিষয়ে ২৬ জুলাই মেহেরপুর সদর থানাতে একটি জিডি হয়, যার নং ১৩৯১।

পরবতির্তে আসামী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু তার মালিকানাধীন মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার আসামী সাইফুল বাহার স্বাধীনকে দিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সদর থানা মেহেরপুর বরাবর বাদীর নামে একটি মিথ্যা চাঁদাবাজির অভিযোগ লিখে থানায় অভিযোগটি জমা না দিয়ে মায়ের হাসি ক্লিনিক আইডি থেকে পোষ্ট করে। পরে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর ছেলে মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিন তার ফেসবুকে নামধারী সাংবাদিক লিখে শেয়ার করে।

মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিনের পোস্টে গিয়ে আসামী তৌহিদুল ইসলাম লিওন বাদী সম্বদ্ধে কৃষ্ণ নগরী, ভাত পেতনা, চাঁদাবাজী, ৫টা বউসহ ইত্যাদি মানহানি কর কথা লিখেছেন। সে আরো বলে জেল খেটে দেশে ফিরে এখন বড় সাংবাদিক হয়েছে”। আসামী সৌমিক ব্রো কমেন্টস করে বলেছেন, “আমি থাকলে শালাকে ওন স্পট হিট করে তোর ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে রাখতাম”।

আসামী শামিম হাসান সোহাগ ও মেহেরাব হোসেন অপি মিথ্যা বিষয়কে শেয়ার করে লাইক দিয়ে অপপ্রচারে সহায়তা করেছে। আসামীরা একই বিষয় একাধিকবার সোসাল মিডিয়ায় প্রচার করে বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে ভাইরাল করেছে।

আসামী মেহেরাব হোসেন অপি একটি অনিবন্ধিত নিউজ পোর্টাল মেহেরপুর নিউজ ডটকম পোর্টালের ফেসবুক পেজ থেকে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর মিথ্যা অভিযোগটি লাইভ প্রকাশ করে এবং নিজ আইডিতেও শেয়ার করে ভাইরাল করে। আসামীদের মিথ্যা অপপ্রচার করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এবং অনুসন্ধানী ও সুস্থ ধারার সাংবাদিক গোষ্টীর পথ রুদ্ধ করেছে বলে বাদী অভিযোগ করেন।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক মাহাবুব চান্দুর বিরুদ্ধে মিথ্যা চাঁদাবজীর অভিযোগ তোলায় গত ৩০ জুলাই মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজ জেলা প্রসাশকের কার্যালয়ের সামনে একটি মানববন্ধন করে।

গাংনীতে দুই তরমুজ ও এক গার্মেন্টস ব্যবসায়ীকে অর্থদণ্ড

গাংনী উপজেলা শহরে দুই তরমুজ ও এক গার্মেন্টস ব্যবসায়ীকে ১৪ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট।

দামের ভাউচার দেখাতে না পারা ও মুল্য তালিকার সাথে চালানের মিল না থাকায় তরমুজ ব্যবসায়ী আশরাফুল ইসলামকে ৪ হাজার, মনিরুল ইসলামকে ৫ হাজার টাকা ও মাত্রাতিরিক্ত দাম নেওয়ার অপরাধে গার্মেন্টস ব্যবসায়ী জাশেদুল ইসলামকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ মার্চ) দুপুরে গাংনী উপজেলা প্রশাসন পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম এই অভিযান পরিচালনা করেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাদির হোসেন শামীম জানান, ২০০৯ সালের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৩৯ ধারায় এই তিন ব্যবসায়ীকে অর্থদন্ড করা হয়েছে।
এছাড়া গোস্তের দোকানগুলিতে সতর্কতামুল অভিযান চালানো হয়েছে। এসময় গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম অভিযানকে সহায়তা করেন।

চুয়াডাঙ্গায় ৪টি প্রতিষ্ঠান মালিককে ৮৮ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় আসন্ন ঈদুল ফিতরের ঈদ কে সামনে রেখে অনেক বিপনি বিতান গুলোতে বেচাকেনায় যেন অসাধু উপায় অবলম্বন করছে

ব্যবসায়িরা। এ সকল অসাধু ব্যবসায়ীদের রুখতে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গায় চারটি দোকানে ৮৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা বারোটার দিকে চুয়াডাঙ্গার নিউমার্কেট, প্রিন্স প্লাজা ও কবরী রোড এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গার নিউ মার্কেটে অভিযানে মেসার্স হৃদয় ফ্যাশান নামক প্রতিষ্ঠান তদারকিকালে নির্ধারিত লাভের চেয়ে অতিরিক্ত লাভে বিভিন্ন কাপড় বিক্রয় ও পণ্যের ভাউচার যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করার অপরাধে মালিক আকতার হোসেনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ও ৪৫ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এরপর মেসার্স আজিজ বস্ত্রালয় এর মালিক আজিজ মাকসুদকে নির্ধারিত লাভের অতিরিক্ত লাভে বিভিন্ন জামা-কাপড় বিক্রয়ের অপরাধে ৪০ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অপরদিকে প্রিন্স প্লাজা মার্কেটে মেসার্স স্টাইল ওয়ান প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে ৭৫০ টাকা মুল্যের একটি শার্টে ২ হাজার ৮৫০ টাকা প্রাইস ট্যাগ লাগানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ৭৫০ টাকা দিয়ে ক্রয় করা শার্টে ২ হাজার ১০০ টাকা লাভ রাখা হয়েছে। এই অস্বাভাবিক মুল্য বৃদ্ধির অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার একেএম আলিমুজ্জামানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়। কবরী রোডে মেসার্স ভাই ভাই ফুসকা হাউসকে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য সংরক্ষণ করে বিক্রয়ের অপরাধে ৫১ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানের শেষ পর্বে চুয়াডাঙ্গার খন্দকার, মিঠাইবাড়ি, সাম্পানসহ মিষ্টির প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঈদে কোন প্রকার শর্ত দিয়ে পণ্য বিক্রয় ও মুল্য বৃদ্ধির বিষয়ে সতর্ক করা হয় । অভিযানটি সহযোগিতায় ছিলেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম ও

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। এ অভিযান অব্যহত থাকতে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

কুষ্টিয়ায় নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত নাসির বিড়িসহ বিড়ি তৈরির উপকরণ জব্দ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার চরসাদিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমান নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত নাসির বিড়ি, অসংখ্য জাল ব্যান্ডরোল, ফিল্টারসহ বিড়ি তৈরির বিভিন্ন উপকরণ জব্দ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পাতিবার কুষ্টিয়া কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ভেড়ামারা সার্কেল-২ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ সূত্রে জানা যায়, সরকারের মোটা অংকের টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে একটি অসাধু চক্র দীর্ঘদিন ধরে কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে জাল ব্যান্ডরোল লাগিয়ে অবৈধ বিড়ি উৎপাদন করে আসছে। এই উৎপাদিত অবৈধ বিড়ি দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ ও বিক্রি করছে চক্রটি। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃস্পতিবার কুষ্টিয়া কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ভেড়ামারা সার্কেল-২ এর কাস্টমস কর্মকর্তা অপু বনিকের নেতৃত্বে একটি চেীকস টিম দৌলতপুর উপজেলার চরসাদিপুর গ্রামের রিন্টু (৫৫) এর বাড়িতে অভিযান ও তল্লাশি চালায়।

এসময় ওই বাড়ি থেকে দুই বস্তায় সত্তর হাজার (৭০,০০০) শলাকা নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত নাসির বিড়ি জব্দ করা হয়। এছাড়া বিপুল পরিমান জাল ব্যান্ডরোল, ফিল্টারসহ বিপুল পরিমান নকল বিড়ি তৈরির বিভিন্ন উপকরণ জব্দ করা হয়েছে।

অভিযানের খবর পেয়ে অভিযুক্তরা নকল বিড়ি ও বিড়ি তৈরি উপকরণ রেখে

দ্রুত পালিয়ে যায়। তবে এলাকার লোকজন অভিযান বাধাগ্রস্থ করতে একত্রিত হলে কাষ্টমস কর্মকর্তারা দ্রুত অভিযানস্থল ত্যাগ করেন।

অভিযান শেষে জব্দকৃত নকল নাসির বিড়ি ও বিড়ি তৈরির বিভিন্ন উপকরন কাস্টমস হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অভিযান পরিচালনাকারী কাস্টমস কর্মকর্তা অপু বনিক জানান, দৈনিক বিপুল পরিমান টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে একটি চক্র নকল বিড়ি তৈরি করে তাদের ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। অভিযানে বিপুল পরিমান জাল ব্যান্ডরোলযুক্ত বিড়ি জব্দ করা হয়েছে। রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কেউ অবৈধভাবে বিড়ি উৎপাদন, বিক্রি ও বাজারজাত করলে তার বিরুদ্ধে আইননানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

কুষ্টিয়ায় ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখায় ভল্ট ভেঙে টাকা চুরি

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখায় ভল্টের তালা ভেঙে প্রায় ৫ লাখ ২৭ হাজার টাকা চুরির অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নের আলাউদ্দিন নগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আজ বুধবার দুপুরে সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, একটি জানালার গ্রিল কাটা। ভল্টের তালা ভাঙা, সিসিটিভির ডিভিআর নেই। অগোছালো আলমারি। উৎসুক জনতা ভিড় করতেও দেখা গেছে।

এ সময় এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার ইনচার্জ মো. শামসুল আলম জানান, প্রতিদিনের মতো সকালে অফিস খোলার পর দেখেন ব্যাংকের আলমারী তছনছ। ভেতরে গিয়ে দেখেন জানালার গ্রিল কাটা, ভল্টের তালা ভাঙা। ভল্টে রাখা পাঁচ লাখ ২৩ হাজার ৬৮৪ টাকা নেই। সিসিটিভির ডিভিইয়ার নেই। আলমারি অগোছালো।

তিনি আরও বলেন, আমাদের নিজস্ব নৈশ প্রহরী না থাকলেও বাজারের নৈশ

প্রহরীরা পাহারা দিয়ে থাকে। তাঁর ভাষ্য, রাতের আধারে ব্যাংকে চুরির ঘটনা ঘটেছে। তিনি থানায় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আকিবুল ইসলাম জানান, চুরির ঘটনাটি রহস্যজনক মনে হচ্ছে। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ঘটনার গভীর তদন্ত চলছে। এখনও লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

আলমডাঙ্গায় স্বামী-স্ত্রী হত্যা মামলায় তিনজনের মৃত্যুদন্ড, একজনের ২ বছর জেল

আলমডাঙ্গায় স্বামী-স্ত্রীকে কুপিয়ে ও জবাই করে হত্যা মামলায় তিন জনকে মৃত্যুদণ্ড ও এবং প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া একজনকে ২ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেছেন আদালত।

আজ মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) দুপুরে আসামিদের উপস্থিতিতে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক মো. মাসুদ আলী এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার পর দণ্ডিতদের বিকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে নেওয়া হবে।

মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হলেন চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার আসান নগর গ্রামের ক্লাবপাড়ার বজলুর রহমানের ছেলে সাহাবুল হক(২৪) ও একই গ্রামের শেষপাড়ার পিন্টু রহমানের ছেলে রাজিব হোসেন (২৫), আসাননগর গ্রামের মাঝেরপাড়ার মাসুদ আলীর ছেলে বিদ্যুৎ আলী (২৩)। আসাননগর গ্রামের স্কুলপাড়ার তাহাজ উদ্দিনের ছেলে শাকিল হোসেনকে
(২৩) ২ বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন।

মামলার ও এজাহারের বিবরণ সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার পুরাতন বাজারপাড়ায় বৃদ্ধ নজির মিয়া ও তার স্ত্রী ফরিদা খাতুন বসবাস করতেন। প্রতিদিনের ন্যায় ২০২২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে খাওয়া শেষে ঘুমিয়ে পড়েন। ওই দিন রাতে যে কোন

সময় অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার পুরাতন বাজারপাড়ার নজির মিয়ার বাড়িতে প্রবেশ করে চুরির উদ্দেশ্য। প্রথমে নজির মিয়াকে গোসল খানার ভেতর হাত-পা বেধে জবাই ও কুপিয়ে হত্যা করে। পরে তার স্ত্রীকে ঘরের ভেতর জবাই করে হত্যা করে।

নিহতের মেয়ে ডালিয়ারা পারভীন ২৪ সেপ্টেম্বর সকালে বাবা-মায়ের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিক বার কল দিলে বন্ধ পায়। পরে ঘটনাস্থলে মেয়ে ও জামাই এসে দেখে রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে আছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় নিহতের মেয়ে ডালিয়ারা পারভীন বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যাক্তিদের আসামি করে আলমডাঙ্গা থানায় ২৫ সেপ্টেম্বর একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ শিহাব উদ্দীন তদন্ত শেষে হত্যায় সরাসরি জড়িত সাহাবুল হক, রাজিব হোসেন, বিদ্যুৎ আলী ও ভিকটিমের মোবাইল কেনায় জড়িত শাকিল হোসেনের নামে ২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) অ্যাডভোকেট গিয়াস উদ্দিন বলেন, ৩৭ জন সাক্ষীর মধ্য ১৯ জনের সাক্ষ্য শেষে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক মো. মাসুদ আলী আসামির উপস্থিতিতে মঙ্গলবার দুপুরে রায় ঘোষণা করেন।